তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও সচিত্র প্রতিবেদন

জানুয়ারি - মার্চ, ২০১৯

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট

১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়েরবাজার, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল: +৮৮০১৫৫২৪৯৩৫১৮

info@wbbtrust.org tcb@wbbtrust.org www.wbbtrust.org

মূল প্রতিবেদন

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ***ধারা ৫ এর (ছ) এ বলা আছে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (point of sales) যে কোন উপায়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করিবেন না বা করাইবেন না।*** কিন্তু, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে রাজধানীসহ সারাদেশে বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো, আবুল খায়ের ট্যোবাকো, আকিজ টোব্যাকো, ঢাকা টোব্যাকোসহ অন্যান্য তামাক কোম্পানিগুলো কৌশলে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রচারণা ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তামাক কোম্পানিগুলো দিনের পর দিন নিত্য নতুন আঙ্গিকে আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদর্শণ করে চলছে, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে সম্পূর্ন অবৈধ এবং শাস্তিমূলক কাজ।

দেশব্যাপি হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতালের সামনে তামাক কোম্পানিগুলো বিক্রয়স্থল (point of sales)-কে বিজ্ঞাপনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে। তাছাড়া উন্নতমানের রেষ্টুরেন্ট (যেখানে তরুণদের যাতায়াত বেশি), বিভিন্ন সুপারশপে (বিশেষ করে মিনাবাজার, প্রিন্সবাজার) তামাকজাত দ্রব্যের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন প্রচার করা হচ্ছে।

লোভনীয় চাকরীর প্রলোভন দিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমে নানা ইভেন্ট আয়োজন, বিনামূল্যে কোম্পানির লোগো সম্বলিত টি-শার্ট, লাইটার, ফ্রি সিগারেট প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের উপহারসামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্যের ব্রান্ড প্রমোশন ও প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানি। এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে রাস্তায়, পার্কে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে ভ্রাম্যমাণ তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিশেষ দিবস ও অনুষ্ঠানে (নতুন বছরের প্রথম দিন, স্বাধীনতা-বিজয় দিবস, বৈশাখী মেলা, বই মেলা) তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসী প্রচারণার মাধ্যমে মানুষকে ধূমপানে আসক্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে যা সুস্পষ্টভাবে ২০০৫ সালে প্রণীত "ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫" এর লঙ্ঘণ ।

ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলা/উপজেলায় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর প্রতিনিধিরা (জানুয়ারি - মার্চ, ২০১৯) তিন মাসে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের অবস্থার উপর পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। অনুসন্ধানের মাধ্যমে উল্লেখিত বিষয়ে ছবি ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

তামাকজাত পণ্যের আগ্রাসী প্রচারণায় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি!

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য করে 'ডার্বি' ব্রান্ডের সিগারেটের ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্মকেই ধূমপানে আকৃষ্ট করতে বিএটিবি **'ডারবি চ্যাম্পিয়ন প্যাক'** প্রচারণা কার্যক্রম চালাচ্ছে "চ্যাম্পিয়ন" বার্তা, ফ্লাইয়ার, ব্রান্ডের রং ও টি-শার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে। মূলত, ডার্বি সিগারেটের প্যাকেট পরিবর্তনের আঁড়ালে ব্রান্ড প্রমোশনই প্রধান উদ্দেশ্য ধূর্ত তামাক কোম্পানির। সারাদেশে ক্ষতিকর তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণে এ ধরনের প্রচারণায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন তামাক কোম্পানিটি। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কঠোর বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

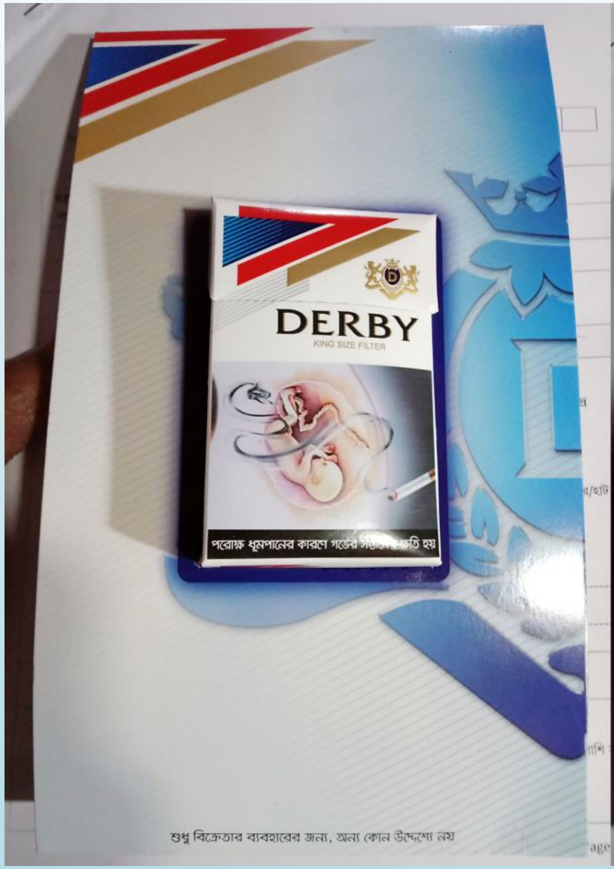

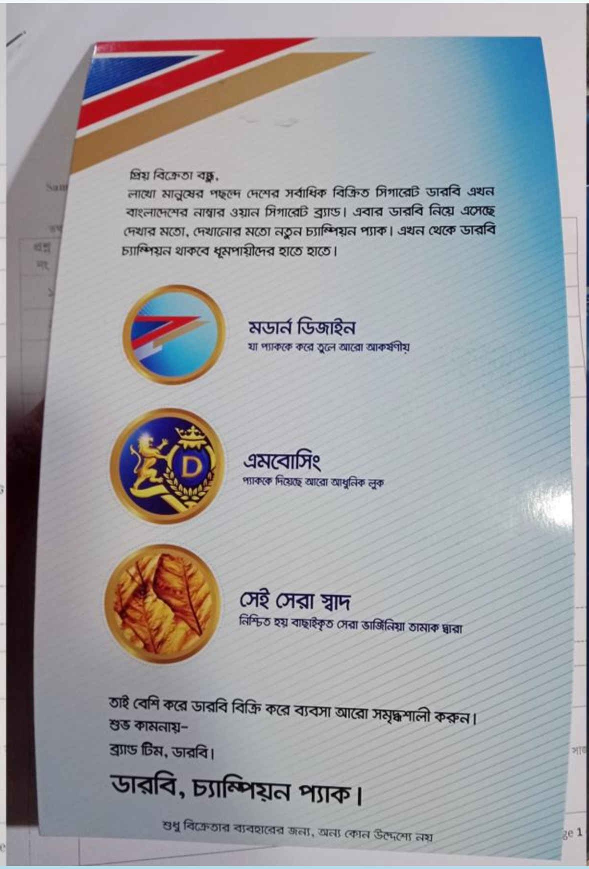

ব্যবসায়ীদের নিয়ে তামাক কোম্পানির ট্রেড ব্রিফিং

ব্যবসায়ীদের নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলো বাৎসরিক ট্রেড ব্রিফিং করে থাকে। ব্যবসায়ীদের চাটুকারি খেতাব "চ্যাম্পিয়ন" আখ্যা দিয়ে তাদের মাধ্যমে বাজার সম্প্রসারণ ও মুনাফা অর্জনই এ সকল তামাক কোম্পানিগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য।

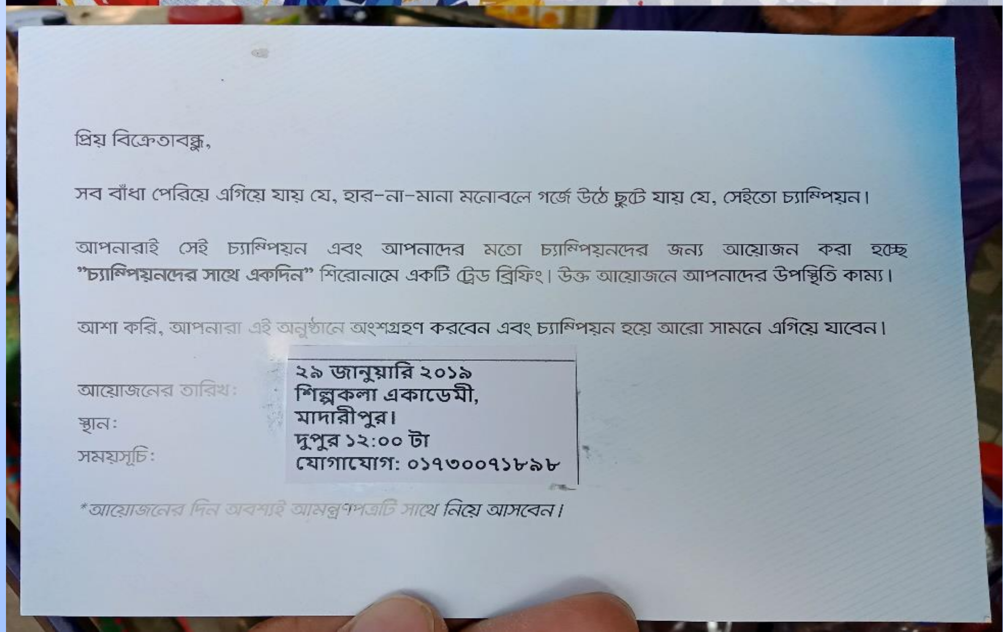

প্রিয় বিক্রেতাবন্ধু,

সব বাঁধা পেরিয়ে এগিয়ে যায় যে, হার-না-মানা মনোবলে গর্জে উঠে ছুটে যায় যে, সেইতো চ্যাম্পিয়ন।

আপনারাই সেই চ্যাম্পিয়ন এবং আপনাদের মতো চ্যাম্পিয়নদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে **"চ্যাম্পিয়নদের সাথে একদিন"** শিরোনামে একটি ট্রেড ব্রিফিং। উক্ত আয়োজনে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য।

আশা করি, আপনারা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন এবং চ্যাম্পিয়ন হয়ে আরো সামনে এগিয়ে যাবেন।

আয়োজনের তারিখ: ২৯ জানুয়ারি ২০১৯
স্থান: শিল্পকলা একাডেমী, মাদারীপুর।
সময়সূচি: দুপুর ১২:০০ টা
যোগাযোগ: ০১৭৩০০৭১৮৯৮

*আয়োজনের দিন অবশ্যই আমন্ত্রণপত্রটি সাথে নিয়ে আসবেন।

স্কুল কলেজের সামনে তামাকের বিজ্ঞাপনসম্বলিত বিক্রয়কেন্দ্র; ধূমপানে উৎসাহিত হচ্ছে শিক্ষার্থী ও তরুণ প্রজন্ম !

স্কুল-কলেজের আশেপাশে তামাকের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন ও বিজ্ঞাপন প্রচারের মাধ্যমে তরুণদেরকে তামাকজাত দ্রব্য সেবনে উৎসাহিত করতে অভিনব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তামাক কোম্পানিগুলো। এতে অল্প বয়সী ও স্কুল-কলেজগামী ছেলেদের মাঝে তামাক সেবনের প্রতি কৌতূহল তৈরী হচ্ছে। যা আগামী দিনের অগ্রগামী তরুণ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। সম্প্রতি, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট'র প্রতিনিধি দল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় কলেজের সামনে থেকে ছবিগুলো সংগ্রহ করে।

তামাকের আগ্রাসী প্রচারণায় নামছে জাপান টোব্যাকো!

মহেশপুর, ঝিনাইদহ: শনিবার ২৩ মার্চ ঝিনাইদহের মহেশপুরে জেলা পরিষদ অডিটোরিয়ামে দিনব্যাপী তামাকজাত দ্রব্যের বাজার বৃদ্ধিতে বিক্রেতাদের নিয়ে জাপান টোব্যাকো কোম্পানীর প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় তামাকের প্রচারণা বৃদ্ধিতে এধরনের কার্যক্রমে আমরা উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তামাকের ব্যবসা সম্প্রসারণে তামাক কোম্পানীগুলোর প্রচারণা বৃদ্ধির উদ্যোগ জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সরকারের পদক্ষেপকে ব্যহত করবে।

তথ্যসূত্র: আরডিসি, মহেশপুর, ঝিনাইদহ ও দৈনিক প্রতিদিনের কথা।

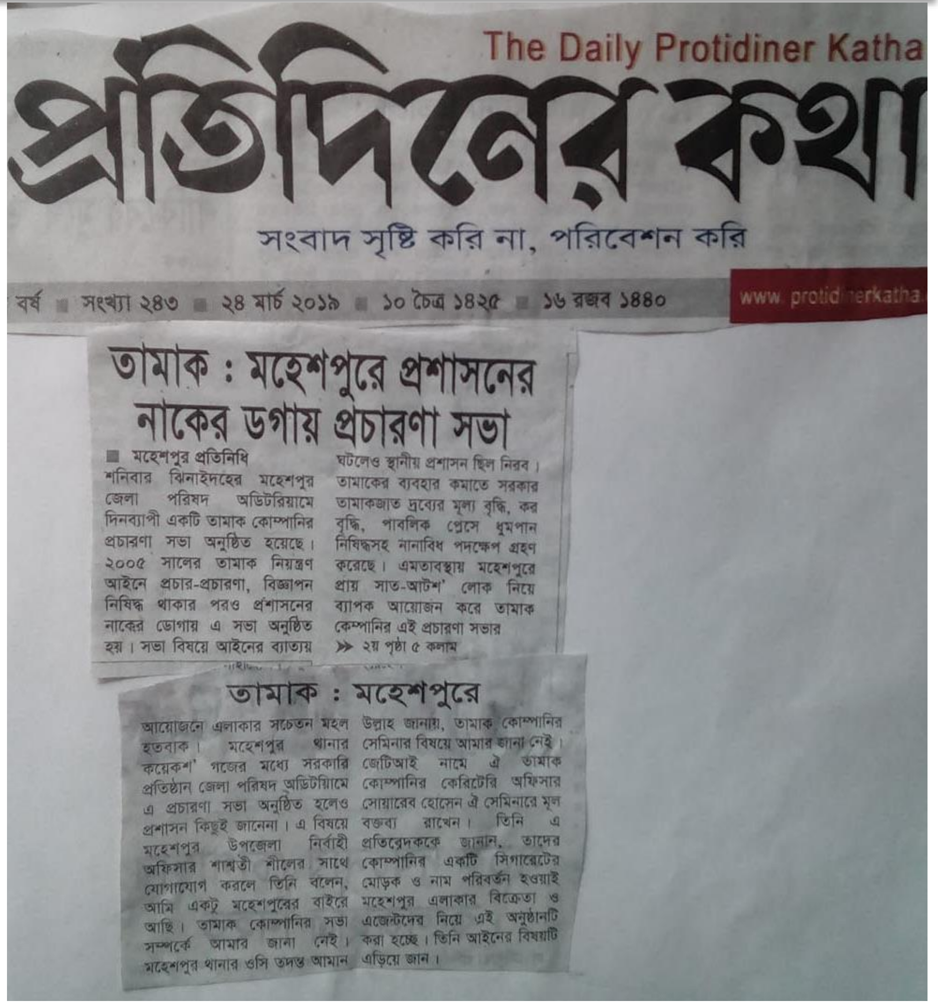

The Daily Protidiner Katha
প্রতিদিনের কথা
সংবাদ সৃষ্টি করি না, পরিবেশন করি
বর্ষ ■ সংখ্যা ২৪৩ ■ ২৪ মার্চ ২০১৯ ■ ১০ চৈত্র ১৪২৫ ■ ১৬ রজব ১৪৪০
www. protidinerkatha

তামাক : মহেশপুরে প্রশাসনের নাকের ডগায় প্রচারণা সভা

■ মহেশপুর প্রতিনিধি

শনিবার ঝিনাইদহের মহেশপুর জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে দিনব্যাপী একটি তামাক কোম্পানির প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৫ সালের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে প্রচার-প্রচারণা, বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ থাকার পরও প্রশাসনের নাকের ডোগায় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা বিষয়ে আইনের ব্যাত্যয় ঘটলেও স্থানীয় প্রশাসন ছিল নিরব। তামাকের ব্যবহার কমাতে সরকার তামাকজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, কর বৃদ্ধি, পাবলিক প্লেসে ধুমপান নিষিদ্ধসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমতাবস্থায় মহেশপুরে প্রায় সাত-আটশ' লোক নিয়ে ব্যাপক আয়োজন করে তামাক কেম্পানির এই প্রচারণা সভার

>> ২য় পৃষ্ঠা ৫ কলাম

তামাক : মহেশপুরে

আয়োজনে এলাকার সচেতন মহল হতবাক। মহেশপুর থানার কয়েকশ' গজের মধ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান জেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এ প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হলেও প্রশাসন কিছুই জানেনা। এ বিষয়ে মহেশপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শাশ্বতী শীলের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি একটু মহেশপুরের বাইরে আছি। তামাক কোম্পানির সভা সম্পর্কে আমার জানা নেই। মহেশপুর থানার ওসি তদন্ত আমান উল্লাহ জানায়, তামাক কোম্পানির সেমিনার বিষয়ে আমার জানা নেই। জেটিআই নামে ঐ তামাক কোম্পানির কেরিটেরি অফিসার সোয়ারেব হোসেন ঐ সেমিনারে মূল বক্তব্য রাখেন। তিনি এ প্রতিবেদককে জানান, তাদের কোম্পানির একটি সিগারেটের মোড়ক ও নাম পরিবর্তন হওয়াই মহেশপুর এলাকার বিক্রেতা ও এজেন্টদের নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি করা হচ্ছে। তিনি আইনের বিষয়টি এড়িয়ে জান।

তামাকের আগ্রাসী প্রচারণায় নামছে জাপান টোব্যাকো!

আকিজ টোব্যাকো কোম্পানির তামাক ব্যবসা ক্রয় করে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটি)। পূর্বের চেয়ে এখন জাপান টোব্যাকো'র তামাক ব্যবসা বাংলাদেশে এখন বিস্তৃত। তামাকজাত পণ্যের ব্যবসা সম্প্রসারণে ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের আকর্ষণ করতে আগ্রাসী প্রচারণা চালাচ্ছে এ তামাক কোম্পানিটি। রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে বিজ্ঞাপন প্রচারকারী সকল তামাক কোম্পানিগুলোকে কঠোর শাস্তি প্রদান না করলে তাদের এসকল অবৈধ/অনৈতিক কার্যক্রম অব্যহত থাকবে। যা জনস্বার্থে তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সরকারের পদক্ষেপকে ব্যহত করবে।

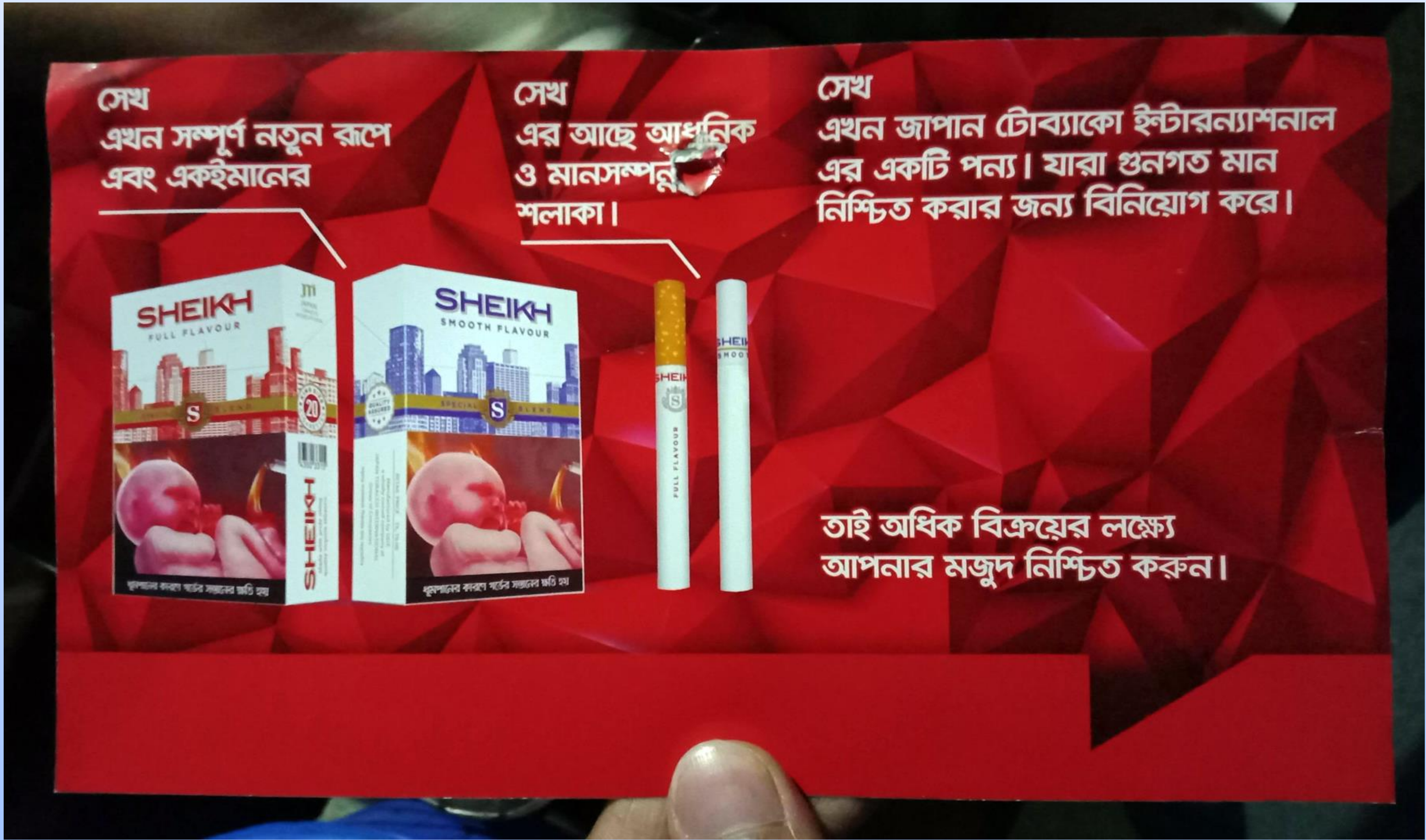

বিদেশী ভাষা ও ব্রান্ডের রং ব্যবহার করে গোল্ডলিফ সিগারেটের বিজ্ঞাপন

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানি। **Gold Leaf** ব্রান্ডের সিগারেট বাজারজাত করতে বিদেশী ভাষায় ও তামাকের নির্দিষ্ট ব্রান্ডের রং ও মনোগ্রাম ব্যববহারের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, **"Livin LA VIDA HD" Spanish** ভাষায় বার্তা, গোল্ডলিফ সিগারেটের রং ও বিভিন্ন ধরনের মনোগ্রাম ব্যবহার করে তৈরীকৃত টি-শার্ট পরে কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধিরা তামাকজাত পণ্য বাজারজাত করছে। অনেক দোকানীর গায়েও টি-শার্টটি লক্ষ্য করা যায়। টি-শার্টের গায়ে এ ধরনের বিজ্ঞাপন মানুষকে ধূমপানে প্ররোচিত করে।

এছাড়াও তামাক কোম্পানিগুলো তাদের প্রদত্ত অন্যান্য উপহার সামগ্রীর মধ্যে কোম্পানির ব্রান্ড, রং-লোগোর ব্যবহার করছে নির্দ্বিধায়। যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘণ। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আইন অমান্যে শাস্তির বিধান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে ২০৪০ সালের মধ্যে **"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ"** গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন এবং দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণে আইন প্রণয়ন করে তামাকজাত দ্রব্যের সকল ধরনের বিজ্ঞাপন, প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেখানে তামাক কোম্পানির এ ধরনের প্রচারণা সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র ২০৪০ সালের মধ্যে **"তামাকমুক্ত বাংলাদেশ"** গড়ার প্রত্যয় বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে। রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘণকারী তামাক কোম্পানিগুলোকে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা জরুরী।

তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করছে শিশুরা !

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে শিশুদের দ্বারা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরোজমিন পরিদর্শনে অহরহ এ দৃশ্য চোখে পড়ছে। অথচ, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারা *[৬ক। (১) অনুযায়ী, কোন ব্যক্তি অনধিক আঠারো বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তির নিকট তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না, অথবা উক্ত ব্যক্তিকে তামাক বা তামাকজাত দ্রব্য বিপণন বা বিতরণ কাজে নিয়োজিত করিবেন না বা করাইবেন না* মর্মে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তামাক কোম্পানিগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তামাকজাত পণ্যের ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা হিসাবেও শিশুদের নিয়োগ দিচ্ছে। এর ফলে অল্প বয়সেই অনেক শিশু তামাকজাত পণ্য বিক্রয়ের পাশাপাশি সেবনেও উৎসাহিত হচ্ছে। হাতের নাগালে পাওয়ায় মানুষের মাঝেও স্বাস্থ্যহানীকর এসকল পণ্যের ব্যবহার বাড়ছে।

লাইভ কিচেন; তামাকের প্রদর্শনী কেন্দ্র!

ধানমন্ডি-২৭ এ (লালমাটিয়া এলাকায়) অবস্থিত "লাইভ কিচেন" রেষ্টুরেন্টে বেনসন এন্ড হেজেজ ব্রান্ডের সিগারেটের আকর্ষনীয় প্রচারণা অব্যহত রয়েছে। সরেজমিন অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দীর্ঘদিন থেকে রেস্তোরাটির ভেতরে বেনসন এন্ড হেজেজ সিগারেটের বিজ্ঞাপন দিয়ে লাইটিংসহ ধূমপায়ীদের জন্য একটি "স্মোকিং কর্ণার" তৈরি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের রেস্টুরেন্টে দৈনন্দিন প্রচুর তরুণ ছেলে-মেয়ে যাতায়াত করে। তাদেরকে টার্গেট করেই তামাক কোম্পানিগুলো রেস্টুরেন্ট ও বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে তামাকের এ ধরনের আগ্রাসী বিজ্ঞাপন প্রদান করছে।

ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (সংশোধিত, ২০১৩) এর ধারা-৫ এবং বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী এ ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রেষ্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তারা বিনা বাধায় এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বাস্তবায়ন ও আগামী প্রজন্মকে তামাক থেকে দুরে রাখতে কোম্পানির এ ধরনের বিজ্ঞাপন বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী।

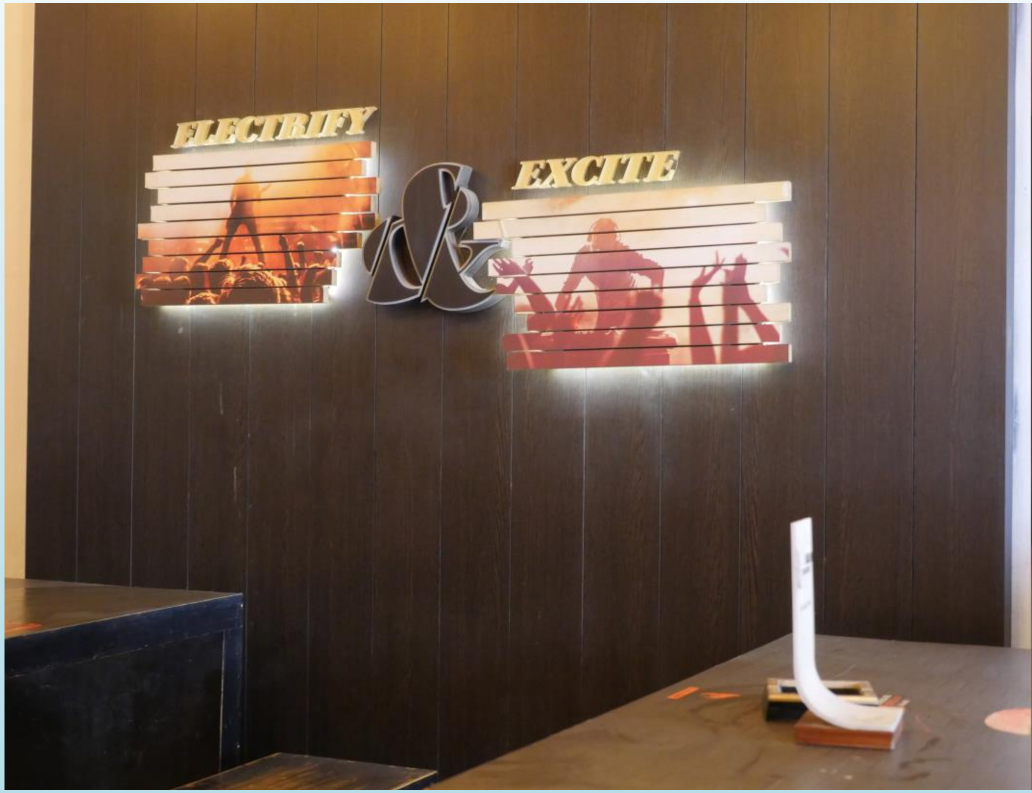

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি

সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী'র বিধান লঙ্ঘণ করে তামাকজাত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ করছে অধিকাংশ তামাক কোম্পানি। বাজার পরিদর্শনে দেখা গেছে, বিভিন্ন কোম্পানির সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা, গুলের মোড়কে আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী মূদ্রণ করা হচ্ছে না। বিশেষ করে ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘণের চিত্র সবচেয়ে বেশি।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে তামাকজাত পণ্যের মোড়কের ৫০% অংশ জুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান করার কথা থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানি তা অনুসরণ করছে না। অধিকাংশ মোড়কে অস্পষ্ট ও ঘোলা ছবি মূদ্রণ করা হচ্ছে। তিন মাস অন্তর ছবি পরিবর্তনের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা করা হচ্ছে না।

বিড়ির প্রচারণায় চলচ্চিত্র তারকা!

জনপ্রিয় চলচ্চিত্র তারকার ছবি ব্যবহার করে বিড়ির প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে ঝরনা বিড়ি ফ্যাক্টরি। **“তৃপ্তি আনে, যে টানে ভাই সেই জানে”** শীর্ষক চটতদারী বার্তা ও পোস্টারে তারকার ছবি ব্যবহার করে সাধারন মানুষকে বিড়ি সেবনে উদ্বুদ্ধ করছে স্থানীয় এই কোম্পানিটি। বাংলাদেশে বিড়ির প্রধান ভোক্তা দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষ। বৃহৎ এই জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতে তামাক সেবন থেকে বিরত রাখতে হলে স্থানীয়সহ সকল তামাক কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে। *তথ্যসূত্র: সাফ, কুষ্টিয়া।*

বিক্রয়কেন্দ্রে তামাক কোম্পানির অভিনব প্রচারণা, সারাদেশে চিত্র অভিন্ন।

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির ক্যালেন্ডার-২০১৯

বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর মাধ্যমে তামাকের প্রচারণার চিত্র।

বিক্রয়কেন্দ্রে ও বিভিন্ন জনসমাগম স্থলে আকিজ ও গ্রামীণ বিড়ির প্রচারণা চিত্র।

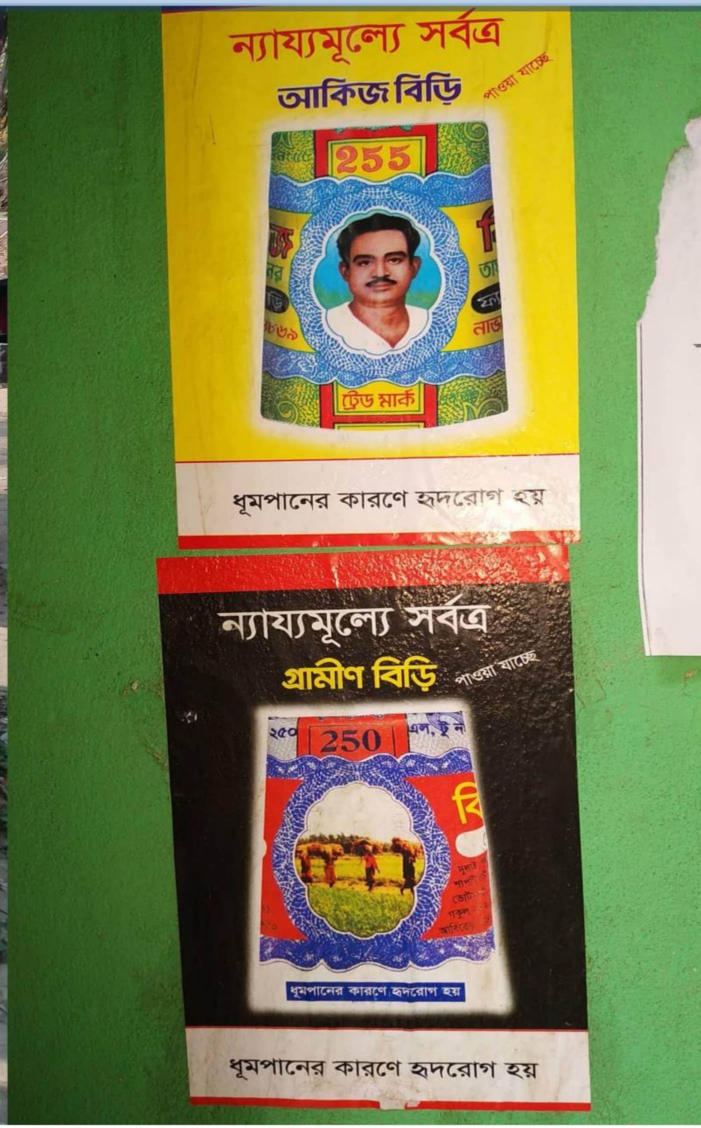

ভ্রাম্যমাণ দোকানেও তামাকের বিজ্ঞাপন।

মানুষ সহজেই হাতের নাগালে স্বাস্থ্যহানীকর তামাকজাত পণ্য পেয়ে মাত্রাতিরিক্ত সেবন করছেন। বিশেষ করে শ্রমজীবি মানুষ এতে বেশি পরিমাণে আসক্ত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে পতিত হচ্ছে। তামাক ব্যবসা সম্প্রসারণ কিংবা প্রাণঘাতী পণ্য মানুষের দোড়গোড়ায় পৌছে দেয়ার ক্ষেত্রে তামাক কোম্পানিগুলোর অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যত্রতত্র তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়কেন্দ্র (পয়েন্ট অব সেল) ও ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতারা। এসকল ভ্রাম্যমাণ দোকানেও বিভিন্ন প্রকার ষ্টিকার ও পোষ্টার দ্বারা তামাকের বিজ্ঞাপন লক্ষ্য করা যায়।

ছবি ও তথ্য সংগ্রহ:

খুলনা বিভাগ:

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটভুক্ত সংগঠন- স্যোসাল এডভান্সমেন্ট ফোরাম (সাফ), পোড়াদহ, কুষ্টিয়া

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগ

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট ও তামাক বিরোধী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রতিবেদন প্রণয়ন:

আবু রায়হান
সহকারি প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট